আপনিও হবেন পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী নারী

প্রকাশনায়
পথিক প্রকাশন
[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

আপনিও হবেন পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী নারী

আবু মুহাম্মাদ নাঈম
আবু যারীফ

প্রকাশক : মো. ইসমাইল হোসেন

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশনায়
পথিক প্রকাশন
১১ ইসলামি টাওয়ার, ৩য় তলা, দোকান নং- ৩৯, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৯৭৩-১৭৫৭১৭
www.facebook.com/pothikprokashon
Email: pothikshop@gmail.com

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ২০২০ ইং

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না

অনলাইন পরিবেশক

rokomari.com
wafilife.com
pothikshop.com
islamicboighor.com
islamiboi.net
al furqanshop.com
raiyaanshop.com

মুদ্রিত মূল্য : ৩৮০/-

সূচিপত্র

সংকলকের কথা..... ১৩
চাকচিক্যের মাঝে হারিয়ে যাবেন না..... ১৫
পর্দাই আপনাকে নিরাপদ রাখবে..... ১৫
আধুনিকতার ঝান্ডাকে উড়িয়ে দিন..... ১৬
আপনি কি জানেন! আপনাকে বাজারের পণ্য করা হচ্ছে!!..... ১৭
আপনার চারপাশের সত্যগুলো আপনি উপলব্ধি করুন..... ১৮
দুনিয়া তো স্রেফ মরীচিকা..... ১৯
মৃত্যুর কথা ভুলে যাবেন না..... ১৯
জীবনের গ্যারান্টি নেই..... ২০
যে ভালবাসার সুতীব্র আকর্ষণে মানুষ বেঁচে থাকতে চায়..... ২০
অর্থহীন ভাবনা নয়, ভাবনা হোক অর্থবহ..... ২১
আপনি আপনার পথ চিনুন..... ২১
মোবাইলের সাথে সম্পর্ক ত্যাগ করুন..... ২২
অবসর সময়ে ভাল কাজ করুন..... ২৩
এভাবে নিজেকে হারিয়ে যেতে দিবেন না..... ২৪
স্বাধীনতার প্রকৃত রূপ..... ২৪
আপনি কি অবাস্তব স্বপ্নে বিভোর?..... ২৫
পুরুষের ফাঁদে পা ফেলবেন না..... ২৫
শালীনতা বজায় রাখুন..... ২৫
সবকিছু আল্লাহর কাছে চাইতে হবে..... ২৬
সব প্রেম-ভালবাসা শরীর নির্ভর হয়ে পড়েছে..... ২৭
জীবনের চরম বাস্তবতার মুখোমুখি আপনাকে হতেই হবে..... ২৭
রূপের আগুন আর কদিন?..... ২৮
কেমন পোশাক পরবেন?..... ২৯
আত্মহত্যা সমাধান নয়..... ৩০

হিম্মত করুন! সফলতা আপনার জন্য ৩১
এসব পুরুষ কি শুধু আপনার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে? ৩২
একটি অমার্জনীয় ভুল ৩২
আপনার ইজ্জত রক্ষার দায়িত্ব আপনারই হাতে ৩৩
ইসলামের পথে আসুন ৩৩
যা আপনাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে ৩৪
প্রসিদ্ধির লোভ ৩৪
তার সঙ্গেই সুখের সংসার করুন ৩৫
কেন এই উদাসীনতা? ৩৬
শিয়ালকে চিনে রাখুন ৩৬
হেফাজত করুন মূল্যবান সম্পদ ৩৭
যে জীবন অশান্তির ৩৭
আপনার জন্য একটি সতর্কবার্তা ৩৮
গন্তব্য কেন জাহান্নামের দিকে? ৩৯
কোন পথে যাবেন? ৪০
সৌভাগ্যের সোপান ৪১
নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করুন উত্তম আখলাকে ৪২
আপনি শ্রেষ্ঠ সম্পদের অধিকারী ৪২
পার্থক্য খেয়াল করুন ৪৩
শীঘ্রই ফুল হেসে উঠবে ৪৪
কর্মহীন বসে থাকবেন না ৪৪
আল্লাহর নিয়ামত গ্রহণ করুন এবং কাজে লাগান ৪৫
ভুলকে এড়িয়ে চলুন ৪৫
আল্লাহর কাছেই সাহায্য কামনা করুন ৪৬
গোনাহমুক্ত জীবন ৪৬
বিশ্বাস করুন! আপনি অনেক ভাল আছেন ৪৬
নিজেকে সস্তা বানাবেন না ৪৭
পরকালের প্রস্তুতি নিন ৪৭
শয়তান যেভাবে বাধ্য করে ৪৮

বিশ্বাসী নারীদের আদর্শ ৪৮
এ যুগে প্রয়োজন এমন নিবেদিতপ্রাণ নারীর ৪৯
স্মরণ করুন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী..... ৪৯
অদৃশ্যের সব চাবি আল্লাহ তায়ালার কাছে..... ৫০
আল্লাহর কাছে পুণ্যের আশা রাখুন..... ৫০
আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করুন..... ৫০
উচ্চ মনোবলের অধিকারী হোন ৫১
সংশোধন ও পরিশুদ্ধির সুযোগ সবসময় থাকে..... ৫২
আপনি হবেন পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দরী নারী..... ৫২
অবস্থা প্রতিনিয়ত বদলায় ৫২
যেসব নারীর কোনো মূল্য নেই..... ৫৩
সরলভাবে নিজের অভিমত প্রকাশ করুন ৫৩
আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করুন ৫৩
সিজদা সৌভাগ্যের চাবিকাঠি..... ৫৪
যেখানে আপনার প্রতিটি ইচ্ছে বাস্তবায়িত হবে..... ৫৪
কল্পনার ডানায় ভেসে বেড়াবেন না..... ৫৪
হতাশার মুহূর্তে বুক চিড়ে বেরিয়েছে যে ফরিয়াদ,
এতেই আল্লাহ অনুগ্রহ করবেন..... ৫৫
ধর্মের সহজ বইগুলো পড়ুন..... ৫৬
চোখের কোণে জমে থাকা অশ্রু মুছে ফেলুন ৫৬
তারা কেউ সৌভাগ্যের দেখা পায়নি..... ৫৬
আপনার ধৈর্য, দৃঢ়তা, ঈমান, আস্থার প্রাচুর্য..... ৫৭
পৃথিবী ক্ষণে ক্ষণে রং বদলায়..... ৫৭
আল্লাহর সৃষ্টি ও সৃষ্টির বৈচিত্র্য নিয়ে ভাবুন..... ৫৮
দানশীলতায় অভ্যস্ত হোন ৫৯
যাদের জীবনে নেমে এসেছিলো লাঞ্ছনার বিভীষিকা ৬০
সবচে' বেশী মূল্যবান হলো আপনার জীবন..... ৬০
সৌভাগ্য অর্থের বিনিময়ে কেনা যায় না..... ৬১
তাড়াহুড়া করে কোন কাজ করবেন না..... ৬১

কখনও অলস সময় পার করবেন না ৬২
অবশ্যই কষ্টের লাঘব হবে ৬২
তুচ্ছ বিষয় এড়িয়ে যাবেন ৬৩
যেভাবে মনে সবসময় আনন্দ-প্রফুল্লতাবোধ বিরাজ করবে ৬৪
ভালোবাসার আলামত ৬৪
আপনিই বহুমূল্য মুক্তা ৬৫
আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন ৬৫
দৃষ্টি দিন দূর দিগন্তের দিকে ৬৬
অহীর ওই হীরকখন্ডের মূল্য অনেক বেশি ৬৭
ধিক্কার সেই ঘুণেধরা সমাজের জন্য ৬৭
অতীত চিরকালের জন্যই অতীত ৬৮
সবসময় ভাল কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখবেন ৬৯
অন্যের সাথে প্রথম সাক্ষাতে নির্মল হাসি দিয়ে কথা বলুন ৬৯
প্রতিবেশীদের ভালোবাসুন ৬৯
আপনি অন্য বোনদের আল্লাহর পথে ডাকুন ৭০
নরওয়ে থেকে আফ্রিকা ৭১
কী করে আপনি ওদের খেলার পুতুল হতে পারলেন? ৭৮
আপনিই তো রানী ৮৩
ধিক, শত ধিক এ সংস্কৃতিকে ৮৪
গান : অশ্লীলতা ছড়ানোর প্রধান মাধ্যম ৮৪
তাওবা করুন ৮৬
আল্লাহর আজাব আপনাকে গ্রাস করবে ৮৬
দ্বীনের পথে আপনি কী করেছেন? ৮৬
হে গুণবতী বোন! ৮৬
সোনালী যুগের নারী ৮৭
হে একবিংশ শতাব্দীর নারী! ৮৭
হে মুসলিম নারী! জান্নাত আপনাকে ডাকছে!! ৮৯
মুসলিম বোনদের প্রতি হৃদয়বিদারক চিঠি ৮৯
মুসলিম দাঈদের স্ত্রীগণের প্রতি ৯৪
নারী কখন অন্তরায় আর কখনো চালিকাশক্তি হয় ৯৮

সংকলকের কথা

হে আমার বোন! যখন আমি আপনাকে এসব কথা লিখছি, তখন আমি নিশ্চিতভাবেই ধরে নিচ্ছি—আপনি এসব কর্ম থেকে মুক্ত ও পবিত্র। আমি জানি—আপনি গান শোনেন না। আমি জানি—আপনি অশ্লীল কাজ-কর্মে লিপ্ত নন। তবে আপনাকে বলছি এ জন্যে যে—আপনি যেনো অন্যকে বলতে পারেন। অন্যকে ফেরাতে পারেন। সৎকর্মে নির্দেশনা দিতে পারেন আর অন্যায় কাজে বাধা দিতে পারেন। যেনো আপনি বীরঙ্গনা হতে পারেন। কখনো যেনো শয়তান আপনার কাছে ভিড়তে না পারে। কুমন্ত্রণা দিতে না পারে ও ভীতসন্ত্রস্ত করতে না পারে। আপনার এ কথা মনে রাখতে হবে যে—আপনিই হলেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত। আপনি উম্মতে মুহাম্মাদির গর্ব। আপনি না থাকলে হয়তো এই দুনিয়া এতো সুন্দর হতো না। দুনিয়ার সৌন্দর্যগুলো পূর্ণতা পেত না। আর আপনিই হলেন শান্তির প্রতীক। কারোর দুঃস্বপ্নময় জীবন সুখময় হয়ে ওঠে আপনার পরশে। কারোর ব্যথিত হৃদয় আনন্দে ভরে যায় আপনার ছোঁয়ায়। পৃথিবীকে সুন্দর করে সাজাতে আপনার জুড়ি নেই। মহান আল্লাহ আপনাকে সৃষ্টি করেছেন এ ধরার শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য হিসেবে।

আবু মুহাম্মাদ নাঈম

চাকচিক্যের মাঝে হারিয়ে যাবেন না

হে আমার বোন! পৃথিবীর চাকচিক্য ও সৌন্দর্যে আপনি হারিয়ে যাবেন না। ভুলে যাবেন না আত্মপরিচয়। মনে রাখবেন, এই সৌন্দর্য ও ভোগবাদিতার পেছনে লুকিয়ে আছে তিক্ত বাস্তবতা। এসব চাকচিক্য ও খ্যাতির আড়ালে লুকিয়ে আছে ধ্বংসাত্মক নোংরামি। এজীবন শুধু ভোগের জন্য নয়। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের অনেক মূল্য রয়েছে। আর কিয়ামতের দিন প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি ক্ষণের হিসাব আপনাকে দিতে হবে। সামনে আমাদের অনন্ত জীবন। এ জীবন সেই অনন্ত জীবনের জন্য ক্ষেত্রস্বরূপ। এখানে শুধু পাথেয় সংগ্রহ করতে হবে সেই অনন্ত জীবনের জন্য, যেখানে কেউ কারো উপকার করবে না। এ সংগ্রহশালায় আপনার সঞ্চয় খরচ করবেন না। নতুবা অনন্ত জীবনে আপনি হবেন নিঃস্ব। তখন শত আফসোস করেও কোন লাভ হবেনা। আপনি তখন সেই অসহায় মুসাফিরের মত হয়ে পড়বেন, যাকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে, কিন্তু যাত্রার শুরুতেই যে সফরের পাথেয় শেষ করে ফেলেছেন।

এই যে আপনার শরীর, রূপ-সৌন্দর্য ও চেহারার লাবণ্য—তা কিন্তু ক্ষণিকের জন্য। একদিন আপনার এই রূপ-সৌন্দর্য, লাবণ্যতা ও জৌলুস সময়ের পরিক্রমায় তা হারিয়ে যাবে। ত্বকে ভাঁজ পড়বে, চামড়াটা কোঁচকে যাবে। এই স্বাদের রূপ-যৌবনে ভাটা আসবে এবং তা নিঃশেষ হয়ে যাবে।

আপনি একবার ভাবুন, আপনার নানী দাদীর কথা! এককালের বিশ্ব সুন্দরীদের কথা। তারাও তো লাবণ্যময় রূপবতী ছিল। রূপের আগুনে ঝলসে দিয়েছিল পৃথিবীকে। কিন্তু সেই সৌন্দর্য, রূপ-লাবণ্য আজ কোথায়? কিছুই নেই। সবই বিলীন হয়ে গেছে। নশ্বর পৃথিবীর চিরন্তন সত্যের কাছে সবাইকে হার মানতে হয়েছে।

পর্দাই আপনাকে নিরাপদ রাখবে

হে বোন! পর্দা ব্যবস্থা ও বোরকাকে আপনি মনে করেন গোঁড়ামী, ধর্মান্ধতা ও নারীর অধিকার হরণ। এমনটি মনে করে থাকলে আপনি ভুল করছেন। নারীর প্রকৃত সম্মান, সত্যিকারের অধিকার কিন্তু আল্লাহর বিধান মানার মাঝেই রয়েছে। কিন্তু আপনি বোঝেন না। একজন নারীকে পর্দাব্যবস্থাই নিরাপদে রাখতে পারে। তাকে সংরক্ষণ করতে পারে। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, পূর্ণাঙ্গ পর্দা পালন

করে, বোরকা পরে একটি মেয়ে পথে হাঁটলে তাকে দেখে কোনো বখাটে শিশ দিবে না। বাজে মন্তব্য করবে না। বরং সম্মান করবে।

আপনি কি কখনো পূর্ণাঙ্গ পর্দা মেনে চলা কোন মেয়েকে ধর্ষণের শিকার হতে দেখেছেন? অথবা দেখেছেন বখাটেরা তাকে উত্যক্ত করেছে? আমার বিশ্বাস, এমনটি কখনো হয়নি এবং হবার নয়। আপনি আপনার আশেপাশের অবস্থা যাচাই করুন। তাহলে বিষয়টি আপনার কাছে পরিষ্কার হবে।

তবে এখানে একটি কথা বলে রাখা বিশেষ প্রয়োজন মনে করি। আমাদের সমাজে অনেকে ভাবেন, কোন রকম পোশাকেআশাকে শরীর ঢেকে রাখলেই বুঝি পর্দা করা হয়ে যায়! অথবা মাথায় একটি কাপড় পেঁচিয়ে দিলে হিজাব করা হয়ে যায়! এমন পর্দানশিনের জন্য সব বুঝি বৈধ হয়ে গেল। আসলে এগুলো হলো আমাদের সমাজের অজ্ঞতা। আমরা নিজেরা যা জানিনা, তা জ্ঞানীদের থেকে জেনে নিতেও আগ্রহ দেখাইনা। ফলে দিনদিন সমাজে মূর্খতা ব্যাপকতা লাভ করেছে। পোশাকের মাধ্যমে শরীরকে ঢেকে রাখা যেভাবে জরুরী, সেভাবে জরুরী আচার-আচরণে, আওয়াজে-উচ্চারণে পর্দা করা। সামাজিকতা ও আত্মীয়তার বন্ধনের নামে গায়রে মাহরাম ছেলে-মেয়ে একত্রে এক জায়গায় বসে খোলামেলা আলাপ করা ও নিজেদের এই ভুল কাজকে ভুল মনে না করা, অনেক বড় অজ্ঞতা। আল্লাহ আমাদের ভুলগুলোকে বুঝার ও ভুল সংশোধনের তাওফিক দিন। আমিন।

আধুনিকতার ঝান্ডাকে উড়িয়ে দিন

আচ্ছা বোন! আপনি কি একবারও ভেবেছেন, যারা আপনাকে স্বাধীনতার কথা বলে, উন্নতি ও অগ্রগতির কথা বলে, এবং নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলে; তাদের আসলে মূল উদ্দেশ্য কী? তাদের পরিকল্পনাই বা কী? হয়ত আপনি এসব ভাবেননি। ভাবার মতো ফুরসত আপনার নেই। কারণ, আপনি তো আধুনিকতার স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছেন। নিজের অস্তিত্বকে কলুষিত করেছেন। আপনি ওসব লেজকাটা শিয়ালের রং মাখানো কথায়, ওদের মিষ্টি কথার ছলনায় মোহিত হয়ে গিয়েছেন। ওদের চোখ ধাঁধানো বিত্ত বৈভব ও আকর্ষণীয় প্রলোভনগুলো আপনার দৃষ্টিশক্তির মাঝে দেয়াল তৈরি করেছে। তাই আপনি বিবেকশূণ্য। ভাল-মন্দ কোন কিছুর বিচার করতে পারছেন না। আপনি নিজের মত করে ভাবতে পারেন না। আপনার চোখ পরিত্যক্ত দেয়ালের সাথে সংঘর্ষ হওয়ার দরুন নষ্ট হয়ে গেছে। আপনি এখন দৃষ্টিহীন। আপনি দেখতে পারেন না।